সংবাদ

তারিখ ... 31 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# জিয়া ছাত্রাবাস ভেঙে হচ্ছে ইসমাত আরা সাদেক ভবন

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

কেশবপুর কলেজের শহীদ জিয়া ছাত্রাবাসটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ইসমাত আরা সাদেক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তবে এর জন্যে নেই সরকারি বরাদ্দ। কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে দেখা দিয়েছে হতাশা। জানা গেছে, কর্তৃপক্ষের অবহেলা আর পুণসংস্কার না হওয়ায় এ ছাত্রাবাসের ২টি কক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ভবনটির জানালা দরজা লাগানো হলেও দীর্ঘদিনেও পলেস্তরার কাজ করা হয় নি। ছাত্রাবাসে ছিল না বিদ্যুতের ব্যবস্থা, যাওয়া আসার কোন রাস্তা। অযত্ন অবহেলায় ছাদের ওপর ঘাস, লতাপাতা জন্মায়। এরইমধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দূর দূরান্তের ছাত্ররা বসবাস করে আসছিল। এরপরও গত ৩ বছর আগে এ কলেজে বাংলা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূ-গোল, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স শাখা চালু করা হয়। যার কারণে শুধু এ শাখায় মাগুরা, ঝিনাইদহ, ঝিকরগাছা, সাতক্ষীরা, ডুমুরিয়াসহ বিভিন্ন উপজেলার প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যায়নরত রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মেস ও বাসাবাড়ি ভাড়া নিয়ে কলেজে পড়াশুনা করছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ দূরের এসব ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের কথা বিবেচনা না করেই ৭/৮ লাখ টাকার ভবন মাত্র ১ লাখ ৮১ হাজার টাকায় নিলামে বিক্রি করে দেয় এবং কর্তৃপক্ষ গত ২৪ জানুয়ারি থেকে ছাত্রাবাসটি ভাঙার কাজ শুরু করে। কেশবপুর কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস হাবিবুর রহমান জানান, সংস্কার না হওয়ায় এর দুটি কক্ষের ছাদ দিয়ে পানি পড়ত। এ ছাদটি সংস্কারসহ পাশের ৪ কক্ষের ভবনটির পলেস্তরার কাজ করলে ভবনটি ৫০/৬০ বছরেও নষ্ট হতো না। কলেজের অধ্যক্ষ জামাল উদ্দীন চৌধুরী বলেন, ওই স্থানে ৪ তলা বিশিষ্ট ইসমাত আরা সাদেক ভবন নির্মাণ করা হবে। ওই ভবনেই ছাত্রাবাস করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ভবন নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করাসহ নকশাও তৈরি করা হয়েছে।